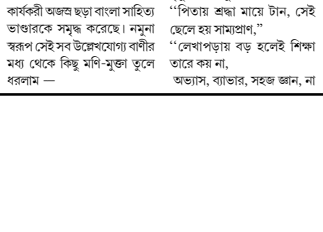

লুটের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ এক বছর আগেকার একটি চুরি, ছিনতাই ও মাদক খাইয়ে সর্বস্ব লুট করার মামলায় কান্দি মহকুমা আদালতের বিচারক একজন আসামীকে জেল ও জরিমানার আদেশ দিলেন। শুক্রবার কান্দি মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সন্দীপ কুমার মান্না এই সাজা ঘোষণা করেন। আদালতের সরকারি আইনজীবী সুনীল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের ১০ আগস্ট এই ঘটনাটি ঘটে কলকাতা-কান্দি রুটের একটি বাসে। কান্দি থানার কান্দি পুরো এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রণব কুমার দত্ত নামে এক ব্যবসায়ী কলকাতা থেকে বাসে বাড়ি ফেরার সময় এক ব্যক্তির দ্বারা সর্বস্ব খুইয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে প্রণববাবুর সাথে থাকা পার্থসারথি সাহা পুলিশের কাছে পুরো বিষয়টি জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে প্রণববাবুর খোয়া যাওয়া সমস্ত টাকা-পয়সা, কাগজপত্র উদ্ধার করে এবং ২৪ পরগনা জেলার তেঘরিয়ার বাসিন্দা তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। পরে আদালত ৭ জন সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো ঘটনাটি চক্রান্ত করে পরিকল্পনা মাফিক ঘটিয়েছে। বিচারক এই তাপসকে ৩২৮ ধারায় ৪ বছরের জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

পুরুলিয়া কাপড়গলি জতুগৃহ

PARI Dhan
JEEVAN SHRINGAR

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া কাপড়গলি, এক বাক্যে জেলার সবাই চেনেন পুরুলিয়া শহরের সবচেয়ে বড়ো এই কাপড়ের বাজারটিকে। পাশের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মানুষের কাছেও প্রসিদ্ধি রয়েছে এই বাজারের। পুরুলিয়া শহরের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বাজারটিতে ছোটো-বড়ো-মাঝারি মিলে প্রায় ৩০০টি কাপড়, জামা ও শাড়ির দোকান রয়েছে। আছে অনেকগুলি পাইকারি কাপড়ের দোকান। প্রসাধন সামগ্রী, মনোহারি, গিফট কর্ণার, খেলনার দোকান, লেডিস কর্ণার প্রভৃতি দোকান রয়েছে এই কাপড়গলিতে। পাশাপাশি বসতবাড়ি এবং বেশ কয়েকটি বহুতল বাড়িও রয়েছে এই বাজারটির গা-ঘেঁসে। সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০টি দোকান রয়েছে এখানে। দিন দিন বেড়েই চলেছে বাজারটির জনপ্রিয়তা। দোকানের সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন। সারা পুরুলিয়া জেলার মানুষ ছাড়াও বন্ধুরাজ্য ঝাড়খণ্ডের বড়ো একটি অংশের মানুষ বস্ত্র কেনা-বেচার ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার বৃহৎ এই কাপড় বাজারটির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে এই বাজারের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার দিকটি ভাবিয়ে তুলেছে প্রশাসন এবং ব্যবসায়ীদের। বাজারের রাস্তা কোথাও ৮ থেকে ১০ ফুট, আবার কোন জায়গায় মাত্র ৫ ফুট চওড়া। একটি দোকানের গায়ের সঙ্গে আরেকটি দোকানের দেওয়াল লেকে রয়েছে। যেখানে সেখানে ঝুলে রয়েছে বিদ্যুতের তার। দীর্ঘ এই কাপড়ের বাজারটিতে কোনও দিন অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকলে চোখের সামনে অতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে কোনোভাবেই আপতকালীন অবস্থায় দমকলের ইঞ্জিন বাজারের ভিতরে ঢুকতে পারবে না। ফলে হঠাৎ করে বিপর্যয় ঘটলে কলকাতা বাগরি মার্কেটের মতো অবস্থা হলে সে ক্ষেত্রে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আর সেই বিষয়টি চিন্তা করে দিশেহারা অবস্থা কাপড় ব্যবসায়ীদের। ফলে বলাই যায়, জতুগৃহের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরুলিয়ার এই কাপড়গলির ভবিষ্যৎ।

চন্দ্রকোণায় গরু চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ রাতের অন্ধকারে কৃষকের গোয়াল থেকে গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার শ্রীনগরে। বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীনগরের মণ্ডল পাড়া থেকে আটটি বলদ গরু চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি গ্রামগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঐদিন রাতে শ্রীনগরের মণ্ডলপাড়ার তারাপদ মণ্ডল, অঙ্গদ মণ্ডল, অসিত মণ্ডল, দেবব্রত মণ্ডল-এর গোয়াল থেকে দুটি করে গরু চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। গরু চুরির ঘটনায় হতবাক ওই কৃষকরাও। গোয়াল ঘরে তালা দেওয়া থাকলেও সেই তালা ভেঙে কিভাবে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা গরুগুলি চুরি করল তা ঘুনাক্ষরেও টের পাননি তাঁরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মর্মাহত হয়ে পড়েছেন ওই সমস্ত কৃষকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাঝেমধ্যেই শ্রীনগর ও পাশাপাশি এলাকায় গরু চুরির ঘটনা ঘটছে। এই নিয়ে প্রশাসনকে জানানো হলেও প্রশাসনের তরফ থেকে চুরি আটকাতে সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ।

ঢাকাই জামদানিতে নজর মহিলাদের, চিন্তিত তাঁত শিল্পীরা

শ্যামল রায়, পূর্বস্থলী ঃ আর মাত্র হাতে গোনা কটাদিন বাকি দুর্গাপুজোর। তাই কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। বাড়ির মহিলাদের সাথে ছোটো ছেলে-মেয়েদের কেনাকাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ের তাঁত বাজারের হাট এলাকায় সকলের কাছে অতি পরিচিত। সমুদ্রগড় গণেশচন্দ্র কর্মকার হাটে প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে শুরু হয় কেনাকাটা। জানা গিয়েছে, সপ্তাহে চারদিন বিশেষ হাট বসে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ব্যবসায়ী এখান থেকে কাপড় কিনে অন্যত্র বিক্রি করে। এমনকি রাজ্য পেরিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিচ্ছে এখানকার তাঁত শাড়ি বা অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের শাড়ি। তবে তাঁত কাপড় হাট সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার বাজারমাত করেছে বাংলাদেশের ঢাকাই জামদানি শাড়ি। দামে সস্তা অথচ খুব ভালো কাপড়। তাই নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের এই শাড়ি। বাংলাদেশের প্রচুর শাড়ি এদেশে চলে আসায় এখানকার তাঁত শাড়ি অনেকটাই পিছনে পড়ে যাচ্ছে বলে অভিমত ব্যবসায়ীদের। গণেশচন্দ্র কর্মকার হাটের পক্ষ থেকে সুবীর কর্মকার জানালেন, প্রতিদিন ক্রেতা-বিক্রেতাদের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে, এছাড়াও এখন বিভিন্ন পরিবারের লোকজন সরাসরি কাপড় কিনতে এই হাটে আসছেন। কারণ এই হাটকে কেন্দ্র করে রয়েছে একাধিক পরিষেবা। সেই সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালো। একদিকে সমুদ্রগড় রেলস্টেশন, অন্যদিকে কালনা-কাটোয়া রোড। রয়েছে ব্যাংক পরিষেবা সহ একাধিক সুযোগ সুবিধা। সুবীরবাবু আরও জানান, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যবসায়ীরা এই হাটে আসছেন পাইকারি দরে তাঁতবস্ত্র কেনাবেচা করতে। প্রতি হাটবারে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার বেশি টাঙ্গাইল শাড়ি বিক্রি হয়ে থাকে। টাঙ্গাইল শাড়ির ক্ষেত্রে হাটে তাঁতিদের তৈরি করা কাপড় বিক্রির নিজস্ব হাট এটি। সরাসরি তাঁতশিল্পে সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাইকারি দরে কাপড় ও নানান ধরনের রেডিমেট কেনার সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায়ী রঞ্জিত গোস্বামী, আনন্দ চৌধুরী জানিয়েছেন, আমাদের জীবন জীবিকা এই হাটের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, হাটের প্রসার ঘটাতে তিনি সমস্ত ররকম সাহায্য করে থাকেন এবং আগামী দিন এই হাটকে আরও ব্যবসায়ীদের কাছে আকর্ষণীয় করা যায় তার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।

মন্তেশ্বর থানার সিংহালি গ্রামে আট পারিবারিক পুজো ঘিরে মিলনমেলা তৈরির প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে

শ্যামল রায়, কালনা ঃ যেন বিখ্যাত উপন্যাস বারো ঘর এক উঠোন-এর বৃহত্তর রূপ দেখা যাবে মন্তেশ্বর থানার সিংহলি গ্রামে। এক গ্রামে আট পারিবারিক পুজোকে ঘিরে চলছে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। তবে এই গ্রামে আটটি পারিবারিক পুজো হলেও পুজোর বৈশিষ্ট্য নানান ধরনের রয়েছে। দেবী দুর্গাকে ঘিরেও বৈচিত্রময় ধরা পড়ে এই গ্রামের পারিবারিক পুজোতে। এই দিকে এক গ্রামে আটটি পারিবারিক পুজো, অন্যদিকে পুজোগুলির মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ভাবনা। শুক্রবার ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। এক গ্রামে আট পুজোর কাহিনী যা মনে করিয়ে দেয় সেই বিখ্যাত কহবতকে। যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় নয় জন। ৮ সেখানে সংখ্যা মাত্র, আসলে পুজোয় মিলে মিশে যাওয়া মন্তেশ্বর থানার কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ধিষ্ণু সিংহালি গ্রাম সমস্ত সংখ্যা তত্ত্বকে যেন হার মানাচ্ছে আজ। আর মহামায়ার আরাধনায় সেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব। অদূরেই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ধাম। মন্তেশ্বর থানা আর সিংহালি গ্রামে একাধিক পারিবারিক পুজো ঘিরে যেন আলাদা একটা মজাই উপলব্ধি করতে পারছেন গ্রামের বাসিন্দারা। পারিবারিক পুজো হয় আটটি। পরিবারের সংখ্যা ৫ হাজার। গ্রামটি অতি প্রাচীন। কৃষি নির্ভর ও চাকুরীজীবিদের সংখ্যা বেশি তবে পুজো শুরু হয়ে যায় আগেই। জানা গিয়েছে, এখানে মূর্তি গড়ে নয়, পটে পুজো শুরু হয় বোধন থেকে। তাই পুজো ঘিরে সকলের মধ্যে যেন একটা টান টান আনন্দ ইতিমধ্যেই দোল খাওয়া কাশফুলের মতো ঢেউ খেলে যাচ্ছে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে। রেষারেষি নেই, নেই প্রতিযোগিতা। শুধুমাত্র আন্তরিক ভালোবাসা আর নিষ্ঠা সহকারে পুজো হয়ে থাকে গ্রামের আটটি পারিবারিক পুজো ঘিরে। আটটি পুজোর মধ্যে সবথেকে পুরনো পুজো হচ্ছে সাড়ে চারশ বছরের আদি বুড়ো মা। তারপরে রয়েছে ছোট কুণ্ডু বাড়ি, ব্যানার্জি বাড়ি, মুখার্জি বাড়ি, রায় বাড়ি, হাজরা বাড়ি, ভট্টাচার্য বাড়িতে পুজো হয়ে থাকে।

তবে রায় বাড়ির পুজোয় মূর্তি থাকে না, বোধন থেকেই ঘটের পুজো হয়। ভট্টাচার্য বাড়ির তিন পুতুলের পুজো ঘিরে জাঁকজমক লক্ষ্য করা যায়। আদি বুড়ো মা বাড়ির বংশধর সব্যসাচী চক্রবর্তী এদিন জানিয়েছেন যে, থোড় দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় দেবী দুর্গাকে, তারপরে পুজোর কটাদিন আমরা কেউ থোড় খাই না। বুড়ো মার দুর্গার মুখ সিংহবাহিনী। দুর্গার রয়েছে চারটি হাত। মূর্তির কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হয় না। অন্যদিকে দুর্গামাতা ঠাকুরাণীর বড় কুণ্ডু বাড়ির সত্যনারায়ণ কুণ্ডু জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোর আয়ের জন্য রয়েছে প্রায় ৩৬ বিঘা জমি। উৎপাদিত এই জমির ফসলের আয় থেকেই প্রতিবছর দেবীর পুজো হয়ে থাকে। একশো কুড়ি বছরের পুজো। পুজোর কটাদিন প্রচুর দর্শক ভিড় করে এই পারিবারিক পুজোগুলিতে। এই পুজোগুলির মধ্যে আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে থাকে। পাশাপাশি রয়েছে একাধিক মুসলিম গ্রাম। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গাপুজো দেখতে মুসলিমরাও হাত লাগায় এই পুজোগুলিতে এবং সম্প্রীতির পুজো হিসাবে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এই উৎসব যেন মিলন মন্দিরে পরিণত হয়। এই সব পুজোয় নেই কোনও বলি প্রথা। ইতিমধ্যে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই আত্মীয়- স্বজনদের আনাগোনা শুরু হবে আর কদিন পর থেকেই। যেন এক মিলন মেলায় দুর্গাপুজোর হাট বসতে চলেছে মন্তেশ্বরের সিংহালি গ্রামে। পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি বিশিষ্ট গ্রাম এই সিংহালি। এখানের আটটি দুর্গা পুজোকে ঘিরে সকলের কাছে সুনাম অর্জন করে ফেলেছে জেলায় প্রশাসনিক স্তরে এমনটাই জানিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক সৈকত পাঁজা।

আত্মঘাতী বাসকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ বাসের মধ্যে এক বাসকর্মীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কান্দি থানা এলাকার রণগ্রামে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানায়, মৃত বাসকর্মীর নাম রাহুল সেখ (২৪)। বাড়ি কান্দির পার্বতীপুর গ্রামে। পুলিশ দেহটি কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্ত করে বাড়ির লোকদের হাতে তুলে দিয়েছে।

—ঃ শুভ মহালয়া ঃ—

২১ আশ্বিন, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, **৮ অক্টোবর**, ২১ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন বদি, ২৭ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৬। **সোমবার, শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীবিহিত পূজা প্রশস্তা। অমাবস্যার নিশিপালন। পরারুণোদয়ে করতোয়াস্নানে বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল সমফল। দিবা ঘ ১০।৪৯ মিঃ গতে মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। অপরপক্ষীয় বা প্রেতপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণ সমাপন।**

—ঃ দুর্গা পূজার সময় নির্ঘন্ট ঃ—

মহাষষ্ঠী

২৮শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৫ই অক্টোবর, ২০১৮) **সোমবার ঃ** ৮/৩০ গতে ৮/৫৬ মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর **ষষ্ঠাদি** কল্পারম্ভ দেবী আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

মহাসপ্তমী

২৯শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৬ই অক্টোবর, ২০১৮) **মঙ্গলবার ঃ** পূর্বাহ্নে ৯/২৮ **সপ্তমী** দিবা ১০/৩২ পর্যন্ত শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজা।

মহাষ্টমী

৩০শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৭ই অক্টোবর, ২০১৮) **বুধবার ঃ** ৮/৩১ মধ্যে শারদীয়া দুর্গাদেবীর **মহাষ্টমীর** কল্পারম্ভত্তি পূজা প্রশস্তা। দিবা ১২/৩ গতে **সন্ধিপুজো আরম্ভ**। দিবা ১২/২৭ গতে **বলিদান**। দিবা ১২/৫১ মধ্যে **সন্ধিপূজা সমাপণ**।

মহানবমী

৩১শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৮ই অক্টোবর, ২০১৮) **বৃহস্পতিবার ঃ** মহানবমী দিবা ২/৩২ পর্যন্ত **মহানবমীর** কল্পারম্ভ ও পূজা প্রশস্থা।

বিজয়াদশমী

১লা কার্ত্তিক ১৪২৫, (ইং- ১৯শে অক্টোবর, ২০১৮) **শুক্রবার ঃ** পূর্বাহ্ন ৯/২৮ **দশমী** অপরাহ্ন ৪।৩৭ পর্যন্ত। দিবা ৮/৩১ মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমপনান্তে বিসর্জ্জন প্রশস্তা।

সৌজন্যে ঃ- **ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতি**, ইন্দাস, বাঁকুড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের ছড়া—লোক সাহিত্যের আকাশে নব সূর্যোদয়

ড: প্রসেনজিৎ সরকার

১৯৪০ সালে ভক্ত হৃদয় প্রার্থনা করেন গদ্যের পাশাপাশি ছড়ার মধ্য দিয়ে বাণী পরিবেশন করতে। প্রথমে অসম্মতি জানালেও পরবর্তীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে সরল সরল ভাষায় গদ্যবাণীর পাশাপাশি ছন্দোবদ্ধভাবে সহস্র সহস্র ছড়া নির্গত হয়েছে। এইসব ছড়াগুলির মধ্যে ভাব-ভাষা-ছন্দ ও রূপরস ও মাধুর্যের এক অনাস্বাদিত মেলবন্ধন ঘটেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নির্গত ছড়াগুলি প্রথমে শুনে, তারপর লেখা হত বলে ছড়াগুলির সংকলন গ্রন্থের নাম—‘অনুশ্রুতি’। এই নামকরণ করেন স্বয়ং ঠাকুর। বর্তমানে ঠাকুরের ছড়ার মুদ্রিত সংখ্যা ৮৮২৮টি। গদ্যের মাধ্যমে বাণী পরিবেশন করার পর কেন তিনি ছড়ার মাধ্যমে বাণী পরিবেশন করলেন—এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছেন—‘ছড়ার একটা সুবিধা আছে, মায়েরা পর্যন্ত বোঝে, মায়েদের মাথায় যদি না ঢোকে এবং পুরুষ পুরুষানুক্রমে, পারিবারিক বৈঠকে পরিবারে পরিবারে যদি ধারাবাহিকভাবে জিনিসগুলি সঞ্চায়িত করা না হয় তাহলে হবে না। করণীয়গুলি অভ্যাসে আনতে গেলে দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা চাই। . . . ছড়াগুলি সহজেই মুখস্থ হয়ে যায়, মুখে মুখে চাড়িয়ে যায়।’

আপামর জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই ঠাকুরের বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি। বিষয়বস্তু অনুসারে ছড়াগুলির গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গুরুগম্ভীর শব্দের প্রয়োগ করেছেন আবার পারিবারিক বা ব্যক্তি মানুষের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি একেবারে ঘরোয়া চলতি ভাষার প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন মানুষের গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী তিনি শব্দ চয়ন করেছেন। ছড়াগুলির নান্দনিক সৌন্দর্য অসাধারণ। সাধারণের বোধগম্যতার সাথে সাথে ছড়াগুলি কাব্য গুণান্বিত ও সুখশ্রাব্য। ‘অনুশ্রুতি’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ভূমিকায় শ্রীশ্রী বড়দা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘. . . সাহিত্য কৃতির মাধ্যমে তিনি চান আমাদের বোধ বিপর্যয়, রুচিবিকৃতি ও বুদ্ধিভ্রংশের নিরসন করে আমাদের সত্তা-সংবর্ধনার উদার, উদাত্ত, শাশ্বত, সাত্ত্বতলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর ভাষা তাই শানিত, সংহত ফুল্লপ্রেরণার বিদ্যুৎ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। হেটো কথা, মেঠো কথা, মায় পাবনার স্থানীয় গ্রামঘরের কথা থেকে শুরু করে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ সাধুভাষা পর্যন্ত সর্বস্তরের ভাষায় এক বিস্ময়কর মনোরম সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এর ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষার এক অপূর্ব পৌরুষ-ভঙ্গিমা, অভাবিত বীর্যের ঝংকার, অসামান্য ঐশ্বর্য ও অচিন্ত্য বৈচিত্র্যের উদ্ঘাটন হয়েছে।’

বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশ থেকে আর্ত-পীড়িত, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-গুণী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, মুমুক্ষু, রাষ্ট্রনেতা, শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিষ্ঠিত মানুষজন তাদের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ঠাকুরের কাছে। মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় গরম দরদির মতো তিনি তাদের পথনির্দেশ করেছেন। তাঁর মরমীভাষা অবশ-অসাড় প্রাণে উদ্দীপনা জাগিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে। সাধারণ কথাও তাঁর বলার ভঙ্গিমায় হয়ে উঠেছে অসাধারণ।

ঠাকুরের মুখনিঃসৃত মানবজীবনের সমস্যার সমাধানে কার্যকরী অজস্র ছড়া বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। নমুনা স্বরূপ সেই সব উল্লেখযোগ্য বাণীর মধ্য থেকে কিছু মণি-মুক্তা তুলে ধরলাম —

“বাঁচা বাড়ার মর্ম যা, ধর্ম বলে জানিস তা”
“ধর্মে মানুষ বাঁচে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে,”
“মরো না, মেরো না, পার তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো,”
“পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্যপ্রাণ,”
“লেখাপড়ায় বড় হলেই শিক্ষা তারে কয় না,
অভ্যাস, ব্যাভার, সহজ জ্ঞান, না হলে শিক্ষা হয় না,”
“জানলে অনেক করলে না, ঠকলে কত বুঝলে না,”
“সাধু হও, সাধু সেজো না।”

এই সামান্য নমুনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি এই বিশ্ব-সংসারের মঙ্গল কামনায় তিনি ছিলেন সদা উদ্গ্রীব। সমগ্র মনুষ্য সমাজের কল্যাণ কামনায় তিনি সর্বজনীনভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্যাগুলির মূল উৎপাটনের কথা বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিবেশিত ছড়াগুলির উপযুক্ত চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন সম্ভব। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি কমিটি শর্তসাপেক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ছড়া সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দিয়েছেন। এ যেন বাংলা লোকসাহিত্যের আকাশে নতুন সূর্যোদয়। অবশ্য এই সফলতার পথ কুসুমাকীর্ণ ছিল না, এই সফলতার পিছনে আছে দীর্ঘদিনের কঠিন লড়াই।

“বন্দে পুরুষোত্তমম্”

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass
(Arts/Science/Vocational/Commerce)
- G.N.M : 3 Years
- B. Sc. : 4 Years
Admission Contact :-
8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডা: এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়।
(গোপনে মদের (নেশাছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), আরামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207